



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩৯ বর্ষ ১১তম সংখ্যা

ওয়েবসাইট : du.ac.bd/du_barta

১৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, ৩০ নভেম্বর, ২০২৫

টাইমস হায়ারের ইন্টারডিসিপ্লিনারি সায়েন্স র‍্যাঙ্কিংয়ে ঢাবি দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম



বিশ্বব্যাপী উচ্চশিক্ষা মূল্যায়ন সূচকে আরেকটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। দ্বিতীয়বারের মতো প্রকাশিত টাইমস হায়ার এডুকেশন ইন্টারডিসিপ্লিনারি সায়েন্স র‍্যাঙ্কিংয়ে বিশ্বের ৯৪টি দেশের ৯১১টি বিশ্ববিদ্যালয়কে পেছনে ফেলে ৫২তম এবং দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গত ২০ নভেম্বর ২০২৫ যুক্তরাজ্যভিত্তিক খ্যাতনামা শিক্ষা সাময়িকী টাইমস হায়ার এডুকেশন ২০২৬ সালের র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করে। এ বছর বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি মোট ১২টি বিশ্ববিদ্যালয় তালিকায় স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ অবস্থান অর্জন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

টাইমস হায়ার ইন্টারডিসিপ্লিনারি সায়েন্স র‍্যাঙ্কিং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বহুমাত্রিক ও আন্তঃবিষয়ক গবেষণা মূল্যায়নে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়। এতে মূল তিনটি কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করা হয়- ইনপুট: অর্থায়ন ও গবেষণা বিনিয়োগ; প্রক্রিয়া: সাফল্যের পরিমাপ, সুযোগ-সুবিধা, প্রশাসনিক সহায়তা ও প্রচার এবং আউটপুট: প্রকাশনা, গবেষণার

মান, প্রভাব ও খ্যাতি।

এই তিন কাঠামোর মধ্যে মোট ১১টি কর্মক্ষমতার সূচক অনুসরণ করে চূড়ান্ত র‍্যাঙ্কিং নির্ধারণ করা হয়। উল্লেখ্য, বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৬ সদস্যের একটি কমিটি দীর্ঘদিন ধরে কাজ করেছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান-এর সার্বিক দিক-নির্দেশনায় এই কমিটি কাজ করেছে। এই কমিটিতে আস্থায়ক হিসেবে আছেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ। র‍্যাঙ্কিং কমিটিতে সদস্য হিসেবে আছেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, তথ্যপ্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. বি এম মইনুল হোসেন, আইসিটি (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) সেক্টরের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোসাদ্দেক হোসেন কামাল,

(পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩)

এআই পাওয়ার্ড জাতীয় প্রতিযোগিতায় প্রজেক্ট শোকেসিং ট্র্যাকে ঢাবি চ্যাম্পিয়ন



‘ভিশনএক্স: এআই পাওয়ার্ড ন্যাশনাল ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ’ শীর্ষক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক জাতীয় প্রতিযোগিতায় প্রজেক্ট শোকেসিং ট্র্যাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের উদ্যোগে গত ১৫ নভেম্বর ২০২৫ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ এবং সড়ক ও সেতু এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এর আগে সকালে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আব্দুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. উপমা কবির এবং ইউএস বাংলা গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান উদ্বাবন, উন্নয়ন ও মননশীলতার চর্চা অব্যাহত রাখার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। ইভাসিটি ও একাডেমিয়া সম্পর্ক জোরদারের উপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, সাধারণ মানুষের কল্যাণে সকলকে এক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ এবং সড়ক ও সেতু এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা

(পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫)

আইবিএ’র বিবিএ প্রোগ্রামের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট (আইবিএ)-এর বিবিএ প্রোগ্রামের ভর্তি পরীক্ষা গত ২৮ নভেম্বর ২০২৫ সূষ্ট ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভর্তি পরীক্ষায় মোট ১২০টি আসনের বিপরীতে ৯ হাজার ৫২৬ জন ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এসময় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম.

জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, প্রক্টর অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ এবং ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক শাকিল হুদা উপস্থিত ছিলেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন শেষে বলেন, অত্যন্ত সূষ্ঠ, শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে কঠোর প্রতিযোগিতামূলক এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক এই পরীক্ষায় ১টি আসনের বিপরীতে ৮০ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশ নিচ্ছে। ফলে ৭৯ জনই ভর্তির সুযোগ পাবে না। তাদের মনে রাখতে হবে ভর্তির সুযোগ পাওয়া মানেই জীবনের শেষ কথা নয়। ভর্তি পরীক্ষার বিষয়ে সন্তানদের উপর কোন ধরনের মানসিক চাপ সৃষ্টি না করার জন্য তিনি অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান।

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস ও বিজয় দিবসের কর্মসূচি

আগামী ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ রবিবার শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস এবং ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫ মঙ্গলবার মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। গত ২৭ নভেম্বর ২০২৫ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় এসব কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়। সভায় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, প্রক্টর অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদসহ বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, আবাসিক শিক্ষক ও অফিস প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসের কর্মসূচি

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসের কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে: ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ সকাল ৬টা ২০মিনিটে উপাচার্য ভবনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভবনসমূহে কালো পতাকা উত্তোলন, সকাল সাড়ে ৬টায় অপরাহ্নে বাংলার পাদদেশে জমায়েত, সকাল ৬ টা ৩৫ মিনিটে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণস্থ কবরস্থান, জগন্নাথ হল প্রাঙ্গণস্থ স্মৃতিসৌধ ও বিভিন্ন আবাসিক এলাকার স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ।

(পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪)

১৫টি গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক নিয়োগের জন্য সার্চ কমিটির প্রতিবেদন পেশ

সার্চ কমিটির মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্রসমূহে বিশেষায়িত উপায়ে পরিচালক নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট অনুষদের বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক নিয়োগের লক্ষ্যে গঠিত ৫ সদস্য বিশিষ্ট সার্চ কমিটির সুপারিশ ও প্রতিবেদন গত ২৭ নভেম্বর ২০২৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। কমিটির সভাপতি প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. লায়লা নূর ইসলাম এই প্রতিবেদন হস্তান্তর করেন। এসময় সার্চ কমিটির সদস্য বায়োমেডিকেল ফিজিওলজি এন্ড টেকনোলজি বিভাগের অনারারি অধ্যাপক ড. খোন্দকার সিদ্দিক-ই-রব্বানী, ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আবদুর রশীদ এবং ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আদনান কিবার উপস্থিত ছিলেন।

সার্চ কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়, বিজ্ঞান অনুষদ, জীববিজ্ঞান অনুষদ, ফার্মেসী অনুষদ, আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের অধীনে মোট ১৫টি গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে। প্রতিবেদনে প্রত্যেক কেন্দ্রের জন্য তজ্ঞন করে শিক্ষকের নাম সুপারিশ করে ১৫টি প্যানেল উপস্থাপন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের জন্য প্রস্তাবিত ৩ জনের প্যানেল থেকে উপাচার্য ১জনকে পরিচালক হিসেবে নিয়োগ করবেন। উল্লেখ্য, প্যানেল প্রস্তুতের জন্য সার্চ কমিটি বিভিন্ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করে। এগুলো হলো সার্চ কমিটি শিক্ষকদের কাছ থেকে

(পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫)

ঢাবি’র অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পের আপডেট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে চলেছে। ২হাজার ৮শ’ ৪১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত এই প্রকল্প বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। ৫ বছর মেয়াদি এই প্রকল্পের প্রথম অর্থ বছরের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (ADP) ৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদানের বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পাওয়া গেছে। প্রথম ধাপে ছাত্রী ও ছাত্রদের হল নির্মাণের কাজ শুরু করা হবে। এই প্রকল্পের আওতায় ৩১টি ভবনের স্থাপত্য (Architectural) ও কাঠামোগত (Structural) ডিজাইনের পরামর্শক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের জন্য

কিউএস এশিয়া র‍্যাঙ্কিংয়ে এবারও দেশ সেরা ঢাবি



যুক্তরাজ্যভিত্তিক শিক্ষা ও গবেষণা সংস্থা কোয়াকোয়ারেলি সায়মন্ডসের (কিউএস) এশিয়া ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে এবারও শীর্ষ স্থান অধিকার করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ১৩২তম এবং দক্ষিণ এশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে অবস্থান ১৭তম। ৪ নভেম্বর ২০২৫ এই র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করেছে কিউএস। উল্লেখ্য, গতবছরও কিউএস এশিয়া র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রতি বছর নভেম্বর মাসের শুরুতে তালিকাটি প্রকাশ করা হয়। এবার তালিকায় এশিয়ার ১ হাজার ৫২৯টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থান করে নিয়েছে। তালিকার শীর্ষস্থানে রয়েছে দ্য ইউনিভার্সিটি অব হংকং। চীনের পিকিং ইউনিভার্সিটি তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে।

এ র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রধানত একাডেমিক কার্যক্রম, পিএইচডিধারীর সংখ্যা ও আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বিবেচনা করা হয়েছে। এছাড়া কিউএস প্রতিবছর কয়েকটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে পৃথিবীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বার্ষিক একটি র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করে। সেই র‍্যাঙ্কিংয়ে সারাবিশ্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ৫৮৪ তম।

(পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩)

বিজ্ঞান অনুষদ, ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদ এবং ফার্মেসী অনুষদের ডিনস অ্যাওয়ার্ড প্রদান



গত ১২ নভেম্বর ২০২৫ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষার্থীদের তিন বছরের ডিনস অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

বিজ্ঞান অনুষদ, ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদ এবং ফার্মেসী অনুষদের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সম্মতি ডিনস অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

বিজ্ঞান অনুষদের ডিনস অ্যাওয়ার্ড পেলেন ৭৬ শিক্ষার্থী ও ৪৮ শিক্ষক

বিজ্ঞান অনুষদের তিন বছরের (২০২১, ২০২২ ও ২০২৩) ডিনস অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে। গত ১২ নভেম্বর ২০২৫ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থী ও

(পৃষ্ঠা ২ কলাম ১)

শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ সার্টিফিকেট কোর্স

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার প্রস্তুতিতে সহায়তা প্রদান এবং একাডেমিক শিক্ষা ও পেশাগত দক্ষতার মাঝে সেতুবন্ধন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ‘Effective Professional Communication’ শীর্ষক বিশেষ সার্টিফিকেট কোর্স উদ্বোধন করা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গত ১৫ নভেম্বর ২০২৫ অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভাটওয়ার্ল ক্লাসরুমে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই কোর্সের উদ্বোধন করেন। শিক্ষা ও গবেষণার আর্থনিকায়ন, শিল্প-সংযোগ সুদৃঢ়করণ এবং শিক্ষার্থীদের কর্মদক্ষতা ও

(পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫)

ডিনস অ্যাওয়ার্ড প্রদান



গত ৬ নভেম্বর ২০২৫ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের শিক্ষার্থীদের তিন বছরের এবং শিক্ষকদের পাঁচ বছরের ডিনস অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

(১ম পৃষ্ঠার পরে)

অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান। এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক মো. নূফর রহমান। বিশেষ বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এবিএম ওবায়দুল ইসলাম। বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও ইনস্টিটিউটের পরিচালকগণ ডিনস অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের নাম ঘোষণা করেন। ডিনস অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত শিক্ষকদের নাম ঘোষণা করেন বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড.



গত ১৯ নভেম্বর ২০২৫ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে ২০২২ ও ২০২৩ শিক্ষাবর্ষের ব্যাচেলর অব প্রফেশনাল ফার্মেসী পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফল অর্জন করায় ৬ জন শিক্ষার্থী ফার্মেসী অনুষদের ডিন’স অ্যাওয়ার্ড লাভ করেছে।

আবদুস সালাম। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিজ্ঞান অনুষদের সকল শিক্ষক, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, ইনস্টিটিউটের পরিচালক, প্রাধ্যক্ষ ও অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন।

ডিনস অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন- নেছার আলী তিতুমীর, ওমর ইবনে নাজিম,সৈয়দ শোভন মাহবুব মাহিন, মো. জাবের ইবনে তাহের, আরাফাত রহমান, ফাল্লুনী বিশ্বাস (পদার্থবিজ্ঞান), শোভা ইসলাম, মো. হাসান কিবরিয়া, মো. মঈনুল ইসলাম, মো. মিনহাজ উদ্দিন ভূর্ষ, তানভীর আহমেদ খান ফাহিম, জয়ন্তী ঘোষ, তিথি ভূঁইয়া, (গণিত), মো. আল-আমিন হোসেন, সুমাইয়া ফরুকী, মেহেদী হাসান, অনিন্দ্যশ্রী দাস মৌলি (রসায়ন), ফারজানা জামান, নাদিয়া মেহজাবিন ঐশী, মাহজেরিন অশ্বেষা, সাহেরা আক্তার, অতিয়াতুজ জাহান, নন্দিতা স্কলাস্টিকা কস্তা, লাবনী আক্তার, বোরহান উদ্দিন, অজয় রাজবংশী, সুমাইয়া সুলতানা সাইবা, নাজিয়া তাসনিম, তানজিনা আক্তার, সৌরভ রায়, মাহমুদা রহমান দিবা, আশরাফুন জ্ঞানাত সৃষ্টি, অতিকা অবনী, বিষ্ণু রায়, ঐশ্বর্য বশাক, ফজলে রাব্বী, আদিয়াত ইবনে নাসের, হাসনাইন আহমেদ আলভি, নুসরাত জাহান, আংশুয়া কর্মকার, মাহিমা জ্ঞানাত জেমি, মারিয়া আহমেদ সাফা, মো, সাবিত আল-সাবা রিয়ন, ইকরা মুন নেছা, রওনক তাবাসসুম, কাজী মো. মিস্ফাতুল্ল হক নোবেল (পরিসংখ্যান), অর্পূব রায় চৌধুরী, নাকিয়া মল্লিক, প্রলয় চন্দ্র পাল, মো. সাজিদুল ইসলাম সৌরভ, অভয় রায়, নিশাত আক্তার, মাহফুজ ইসলাম সুয়াভ (ফলিত গণিত), তরিকুল ইসলাম, মাহনাজ ইব্রাহিম, মো. নিয়ামুল ইসলাম সিয়াম, সাফায়েত খান সাফি, নাবিল আহমেদ উৎস, দিপু রায়, রিয়াদুল ইসলাম, মো. মুহিতুল আলম, মো. আবদুল্লাহ আল ফাহিম, এ. এফ. এম. তাহসিন শাহরিয়ার, সামিনা নাজনীন, কামরুন নাহার কলি, সাসকিন নেছা কাকলি, মো. আমিনুল ইসলাম সাজিদ, আবু হানিফা, খন্দকার শাহরিয়ার ইসলাম, ফারিয়া রউফ রিয়া, মালিহা বিনতে আলাউদ্দিন, ফারিয়া শারমিন, তায়েবা চেরাগী প্রাচী, রাইসা রাশিদ মিম, নাহিয়ান নুজহাত, আমান উল্যাহ্ আমান (পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউট)।

ডিনস অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ হলেন- ফলিত গণিত বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. রাকিব হোসেন, পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. মো. ইশরাত রায়হান, গণিত বিভাগের অধ্যাপক ড. নেপাল চন্দ্র রায়, অধ্যাপক ড. মো. কামরুজ্জামান, সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. রাজীব আরেফিন, সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. শরীফুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক

মো. জসিম উদ্দিন, প্রভাষক আছমা আক্তার আথি, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মাহাবুব আলম ভূঁইয়া, রসায়ন বিভাগের প্রভাষক সামিহা নাহিয়ান। কিউওয়ান (Q1) ও কিউটু (Q2) জার্নালে প্রকাশিত গবেষণাপত্রের জন্য প্রণোদনার চেকপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ হলেন: পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মাহাবুব আলম ভূঁইয়া, অধ্যাপক ড. আলমগীর কবীর, অধ্যাপক ড. ইসতিয়াক এম সৈয়দ, অধ্যাপক ড. কাজী হানিয়াম মারিয়া, সহযোগী অধ্যাপক ড. কায়সার আহমেদ রকী, সহকারী অধ্যাপক বোরাক উর রহমান রণ, সহকারী অধ্যাপক ইফফাত নূর এশা, সহকারী অধ্যাপক নন্দিতা দেব, সহকারী অধ্যাপক ড. মো. তারেক মাহমুদ, প্রভাষক রাবেয়া সুলতানা, প্রভাষক মো. আব্দুল্লাহ সাইম, গণিত বিভাগের



অধ্যাপক ড. নেপাল চন্দ্র রায়, অধ্যাপক ড. মো. কামরুজ্জামান, সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. রাজীব আরেফিন, সহযোগী অধ্যাপক সরকার মো. সোহেল রানা, সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. শরীফুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক ড. গৌতম সাহা, প্রভাষক মো. জসিম উদ্দিন, প্রভাষক আছমা আক্তার আথি, রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, অধ্যাপক ড. মো. আহসান হাবীব, সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. শফিকুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক ড. ফারহানা খানম ফেরদৌসী, সহকারী অধ্যাপক মো. সাইফুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক ড. এ কে এম নূর আলম সিদ্দিকী, প্রভাষক সামিহা নাহিয়ান, পরিসংখ্যান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক নিশাত তাসনিম তুষি, ফলিত গণিত বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ফেরদৌস, অধ্যাপক ড. লিটন কুমার সাহা, অধ্যাপক ড. জাভীদ ইকবাল বাঙালী, সহকারী অধ্যাপক ড. এস এম চপল হোসাইন, সহকারী অধ্যাপক ড.মুনতাসির আলম, তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রফুল আমিন, প্রভাষক ড. মো. তানজিব আতিক খান, বায়োমেডিকেল ফিজিও এন্ড টেকনোলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবদুল কাদির এবং পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক মো. ইশরাত রায়হান, প্রভাষক তরিকুল ইসলাম ও প্রভাষক তাসনীম আরা।

ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিনস অ্যাওয়ার্ড পেলেন ৪৪ শিক্ষার্থী ও ৩০ শিক্ষক

ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের শিক্ষার্থীদের তিন বছরের (২০২১, ২০২২ ও ২০২৩) এবং শিক্ষকদের পাঁচ বছরের (২০২১, ২০২২, ২০২৩, ২০২৪ ও ২০২৫) ডিনস অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে। গত ৬ নভেম্বর ২০২৫ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের হাতে এ অ্যাওয়ার্ড তুলে দেওয়া হয়। অনুষদের ৫টি বিভাগের মোট ৪৪ জন শিক্ষার্থী ডিনস অ্যাওয়ার্ড পান। এছাড়া দেশে/বিদেশে প্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থ এবং স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশিত মৌলিক প্রবন্ধের জন্য ৩০ জন শিক্ষককে ডিনস অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়।

ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. উপমা কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সোনালী ব্যাগের উদ্ভাবক ও বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশনের

প্রাক্তন বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা বিজ্ঞানী ড. মোবারক আহমেদ খান ডিনস অ্যাওয়ার্ড স্পিকার হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বিভাগীয় চেয়ারম্যানগণ ডিনস অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের নাম ঘোষণা করেন। ডিনস অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত শিক্ষকদের নাম ঘোষণা করেন ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. উপমা কবির। এসময় বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, ইনস্টিটিউটের পরিচালক, প্রাধ্যক্ষ, অনুষদের শিক্ষকবৃন্দ ও অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন। ডিনস অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন- জগন্নাথ বিশ্বাস, মো. নিজাম উদ্দিন তানিম, শ্রাবণী সরকার, নাজমুল হাসান নাসিম, আফসানা আনজুম আঁথি, নুসাইবা এহসান, আসমা ইয়াসমিন খান রিমু, মেহরিন ফাভাহা, কায়সারী ফেরদৌস, মোহাম্মদ আজমাঈন ফাতিন (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং), নিশাত তামান্না আদিবা, এহসানুল হক, মো. শাহিদুল ইসলাম, মো. আহসানুল হক মামুন, মো. আব্দুল হাসনাত, সাহাল জুবায়ের, তাইমিমা মাহবুব, ফাইরুজ তাহিয়া, ফাতেমা-তুজ-জহুরা (ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল), মো. আমিনুল কাদের বুলবুল, শাবাব মুর্শেদ, রাহিব হাসান, জহির সাদিক মনন, তাহমিদ মোসাদ্দেক, মহিদুল হক মৃদুল, আবদুল্লাহ ইবনে হানিফ আরিয়ান, মাবসুর ফাতিন বিন হোসাইন, ইত্তেহাদ সালেহ চৌধুরী, সৌমিক শাফকাত অত্র (কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল), এইচ রাইনাদ খান রোহান, কে. এম. সৌরভ, মো. নবীর হোসেন, মো. ফাহিম ফরায়েজি, তাসফিয়া রহমান রিভা, মাহমুদুল হাসান তামিম, জেরিন তাহসিন আনজুম, তাসনুভা তামিসা অর্পি, ফারহান লাবিব অর্ণব (নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং), মিকদাম-আল-মাদ রৌন, আব্দুল মোনাফ চৌধুরী, হুমায়রা রশিদ, সানিয়া কায়োনাত চৌধুরী, মো. এহতেশামুল হক, অতিক তাজওয়ার (রোবটিক্স এন্ড মেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং)। ডিনস অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শিক্ষকরা হলেন- অধ্যাপক ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক (২০২১, ২০২৩, ২০২৫), মো. তানভীর আলম (২০২৪) (কম্পিউটার বিজ্ঞান এন্ড প্রকৌশল), ড. আবুল খায়ের মল্লিক (২০২১, ২০২৩), অধ্যাপক ড. মো. নুরনবী (২০২৪), ড. তাসলিম উর রশিদ (২০২২, ২০২৩), অধ্যাপক ড. মো. আশরাফুল ইসলাম মোল্লা (২০২৪), সাদিত বিহঙ্গ মালিখা (২০২১) (ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল), ড. সৈজ্জিত রহমান (২০২১, ২০২৩, ২০২৪) (রোবটিক্স এন্ড মেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং), মো. আরিফুল ইসলাম (২০২৩), মো. সিকাত-ই- আরামান ভূঁইয়া (২০২৩, ২০২৫), ড. মো. মেহেদী হাসান (২০২৪), মো. হোসাইন শাহাদাত (২০২১), ড. অনিমেষ পাল (২০২১, ২০২৫), অধ্যাপক ড. আফরোজা শেলি (২০২২, ২০২৫) (নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং), ড. মাইনুল হোসেন (২০২২, ২০২৪, ২০২৫), ড. শেখ মো. মাহমুদুল ইসলাম(২০২২, ২০২৩), ড. মো. আহসান হাবীব (২০২৫), ইমতিয়াজ আহমেদ (২০২৪) (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং)।

ফার্মেসী অনুষদের ডিনস অ্যাওয়ার্ড পেলেন ৬ শিক্ষার্থী ও ৭ শিক্ষক

২০২২ ও ২০২৩ শিক্ষাবর্ষের ব্যাচেলর অব প্রফেশনাল ফার্মেসী পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফল অর্জন করায় ৬ জন শিক্ষার্থী ফার্মেসী অনুষদের ডিন’স অ্যাওয়ার্ড লাভ করেছে। এছাড়া, ২০২৩, ২০২৪ ও ২০২৫ সালে গবেষণায় বিশেষ অবদান রাখায় অনুষদের ৭জন শিক্ষককে ডিন সম্মাননা প্রদান করা হয়। গত ১৯ নভেম্বর ২০২৫ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের হাতে এ অ্যাওয়ার্ড তুলে দেওয়া হয়। এছাড়া, দুইজনকে বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যাল সোসাইটি (বিপিএস) স্বর্ণপদক ও দুইজনকে কথাসিঙ্গী সরদার জয়েনউদ্দিন স্বর্ণপদক দেয়া হয়। ২০২২ ও ২০২৩ সালের বি. ফার্ম. ১ম বর্ষ, ২য় বর্ষ, ৩য় বর্ষ ও ৪র্থ বর্ষ পেশাগত পরীক্ষায় সর্বোচ্চ জিপিএ/নম্বর প্রাপ্ত ৮ জন শিক্ষার্থীকে বদরুল্লােসা গফুর মেমোরিয়াল ট্রাস্ট বৃত্তি এবং ১৬ জন শিক্ষার্থীকে বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যাল সোসাইটি (বিপিএস) বৃত্তি প্রদান করা হয়।

ফার্মেসী অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সেলিম রেজার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। রেডিউেন্ট ফার্মাসিউটিক্যালস

লিমিটেডের চেয়ারম্যান মো. নাসের শাহরিয়ার জাহেদী ডিনস অ্যাওয়ার্ড স্পিকার হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে আত্মায়াক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন অধ্যাপক ড. আসলাম হোসেন।

অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. সেলিম রেজা ডিনস অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের নাম ঘোষণা করেন। স্বর্ণপদক প্রাপ্ত ও বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের নাম ঘোষণা করেন অধ্যাপক ড. আসলাম হোসেন। এসময় বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, ইনস্টিটিউটের পরিচালক, প্রাধ্যক্ষ, প্রক্টর, অনুষদের শিক্ষকবৃন্দ ও অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন। ডিনস অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন- সাদিয়া আফরিন, ফাহিমা জ্ঞান্নাত কলি ও আল আশিকুর রহমান আলিফ (২০২২) এবং মো. তোহিদুল ইসলাম, রাফিউদ্দিন খান লাবিব ও রুন্মান রেজা (২০২৩)।

ডিনস অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ হলেন- অধ্যাপক ড. আবু আছাদ চৌধুরী, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রাশেদুল হক, অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল মুহিত, অধ্যাপক ড. শিমুল হালদার, ড. মো. আল আমীন সিকদার, ড. যোবায়ের আল মাহমুদ এবং ড. মো. রায়হান সরকার। বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যাল সোসাইটি (বিপিএস) স্বর্ণপদক পেয়েছেন সাদিয়া আফরিন ও মো. তোহিদুল ইসলাম। কথাসিঙ্গী সরদার জয়েন উদ্দীন স্বর্ণপদক পেয়েছেন সাদিয়া আফরিন ও রুন্মান রেজা। বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যাল সোসাইটি (বিপিএস) বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন- রায়হানা হক জেবিন, তাহমিনা আক্তার তন্বী, জোবায়ের হাসান, মো. শেখ ফরিদ সরদার, ফারিয়া আনান সৃষ্টি, আজমাঈন ইশাত খান, মো. তোহিদুল ইসলাম ও রুন্মান রেজা (২০২২), জেরিন আনজুম সিফাত, ফারজানা তাবসসুম, রায়হানা হক জেরিন, তাহমিনা আক্তার তন্বী, রাফি উজ জামান, শায়েলা হক শুচি, ফারিয়া আনান সৃষ্টি ও আজমাঈন ইশাত খান (২০২৩)। বদরুল্লােসা গফুর মেমোরিয়াল ট্রাস্ট বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন- রায়হানা হক জেবিন, জোবায়ের হাসান, ফারিয়া আনান সৃষ্টি ও তোহিদুল ইসলাম (২০২২), জেরিন আনজুম সিফাত, রায়হানা হক জেবিন, রাফি উজ জামান ও ফারিয়া আনান সৃষ্টি (২০২৩)।

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস ও বিজয় দিবসের কর্মসূচি

(১ম পৃষ্ঠার পরে)

এরপর মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে ও রায়ের বাজার বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের উদ্দেশ্যে যাত্রা। সকাল সোয়া ১১টায় উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সভাপতিত্বে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে।

এছাড়া, বাদ আসর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ মসজিদুল জামিয়াসহ বিভিন্ন হল মসজিদ ও অন্যান্য উপাসনালয়ে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মার মাগফেরাত এবং শান্তি কামনায় দোয়া/প্রার্থনা করা হবে।

মহান বিজয় দিবসের কর্মসূচি
মহান বিজয় দিবসের কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে: ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫ সকাল ৬.২০ মিনিটে উপাচার্য ভবনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভবনসমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, সকাল সাড়ে ৬টায় উপাচার্য ভবন সংলগ্ন স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে জমায়েত এবং সকাল ৬ টা ৩৫ মিনিটে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের উদ্দেশ্যে যাত্রা। সন্ধ্যা পৌনে ৬টায় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগ, নৃত্যকলা বিভাগ এবং থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের যৌথ ব্যবস্থাপনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে।

দিবসটি উপলক্ষ্যে বাদ আসর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ মসজিদুল জামিয়াসহ বিভিন্ন হল এবং আবাসিক এলাকার মসজিদে শহীদদের রুহের মাগফেরাত কামনা এবং দেশের সমৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য দোয়া করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য উপাসনালয়ে শহীদদের আত্মার শান্তি কামনা করে প্রার্থনাসভা অনুষ্ঠিত হবে।

দিবসটি উপলক্ষ্যে কলা ভবন, কার্জন হল, ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র ও স্মৃতি চিরন্তনসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় আলোকসজ্জা করা হবে।

জাতীয় প্রতিযোগিতায় ঢাবি

(১ম পৃষ্ঠার পরে)

মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান সরকারি অর্থের অপচয় রোধ এবং জনস্বার্থে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, তাত্ত্বিক জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের পাশাপাশি এর প্রায়োগিক সফলতা নিয়েও কাজ করতে হবে।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা বলেন, বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার গুরুত্ব প্রতিনিয়ত বাড়ছে। স্বাস্থ্যসেবা, খাদ্য উৎপাদন এবং প্রক্রিয়াজাতকরণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার বৃদ্ধির উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে তরুণরা বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও শক্তিশালী দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এই প্রতিযোগিতার ‘ডিশনএক্স’-এ দুটি ট্র্যাক ছিল। বিজনেস আইডিয়া ট্র্যাকে ৪১টি উদ্ভাবনী ব্যবসায়িক ধারণা উপস্থাপন করা হয়। প্রজেক্ট শোকেসিং ট্র্যাকে এআই-ভিত্তিক প্রকল্প ও উদ্ভাবন প্রদর্শন করা হয়।

প্রতিযোগিতার প্রজেক্ট শোকেসিং ট্র্যাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি ১ম রানার আপ এবং ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ২য় রানার আপ হয়। বিজনেস আইডিয়া ট্র্যাকে লিডিং ইউনিভার্সিটি ও শাহজালাল ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি চ্যাম্পিয়ন হয়। এই ট্র্যাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১ম রানার আপ ও শাহজালাল ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ২য় রানার আপ হয়।

প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ন দল ১ লক্ষ টাকা ও ২-দিনের ব্যাংকক ভ্রমণ, প্রথম রানার আপ দল ৮০ হাজার টাকা ও কক্সবাজার ভ্রমণ এবং ২য় রানার আপ দল ৫০ হাজার টাকা ও কক্সবাজার ভ্রমণের সুবিধা প্রাপ্ত হয়। উল্লেখ্য, দেশ-বিদেশের ৩৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪১টি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়।

ঢাবি’র অধিকতর উন্নয়ন

(১ম পৃষ্ঠার পরে)

জন ছাত্রীর জন্য ৪টি আবাসিক হল নির্মাণ, ৫১০০ জন ছাত্রের জন্য ৫টি আবাসিক হল নির্মাণ, ৫টি ছাত্র হলের জন্য এবং ৪টি ছাত্রী হলের জন্য হাউজ টিউটর আবাসন সুবিধা তৈরি, শিক্ষক ও অফিসারদের জন্য ২টি আবাসিক ভবন নির্মাণ, ৫টি অন্যান্য ভবন (প্রশাসনিক ভবনসহ) নির্মাণ, ৪টি জলাধার সংস্কার এবং সৌন্দর্যবর্ধন, বিদ্যমান সার্ভিস লাইন মেরামত/সংস্কার, ১টি খেলার মাঠ উন্নয়ন, ২টি পাবলিক টয়লেট নির্মাণ এবং ড্রেনেজ সিস্টেম ও ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট করা হবে।

শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে

(১ম পৃষ্ঠার পরে)

কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গঠিত Industry Collaboration and Employment Committee (IPEC) এই বিশেষ কোর্স চালু করেছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশাসহ কোর্স সংশ্লিষ্ট শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Institutional Quality Assurance Cell (IQAC) এবং Student Promotion and Support Unit (SPSU) এর যৌথ সহযোগিতায় কোর্সটি পরিচালিত হবে।

এই কোর্সের মূল লক্ষ্য হলো- বর্তমান বিশ্বের পেশাগত চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের গড়ে তুলতে সাহায্য করা। এতে মৌখিক ও লিখিত যোগাযোগের পাশাপাশি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে কার্যকরভাবে যোগাযোগ করার কৌশল শেখানো হবে।

এর পাশাপাশি প্রফেশনাল ইমেইল লেখা, সিভি তৈরি, কাভার লেটার লেখা এবং প্রেজেন্টেশন দেওয়ার সময় নিজেকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে উপস্থাপন করার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এছাড়াও, কোর্সে থাকবে দলগত কাজ, সমস্যা সমাধান এবং সমন্বয়মূলক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রায়োগিক বিষয়। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাস্তব জীবনের পেশাগত পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে পারবে।

এই কোর্সের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতের কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা হওয়ার পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই কোর্সের প্রথম ব্যাচে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের ৪র্থ বর্ষ ও মাস্টার্সের ৫০জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করছে।

উপাচার্যের সঙ্গে বিদেশি অতিথিদের সাক্ষাৎ

আয়ারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত



বাংলাদেশে নিযুক্ত আয়ারল্যান্ডের অনাবাসিক রপ্তাদূত মি. কেভিন কেলি এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডের প্রথম পুলিশ ন্যায়পাল ব্যারেনেস নুয়ালা ওলেন গত ৬ নভেম্বর ২০২৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

এসময় অন্যান্যদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আসফাক আহমদ, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাজ্জেন্দী আলফেছানী এবং অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মেজবাহ-উল-ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আয়ারল্যান্ডের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে অতিথিদের অবহিত করেন। শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি বিশ্বের বিভিন্ন শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অংশীদারিত্ব ও স্টেটওয়ার্ক গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য তিনি অতিথিদের ধন্যবাদ জানান।

পরে, ব্যারোনেস নুয়ালা ও'লোন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগে 'Irish Experience of Justice and Reform' শীর্ষক একটি জনবক্তৃতা প্রদান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোম্পাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন। আয়ারল্যান্ড দূতাবাস এই অনুষ্ঠান আয়োজন করে।

আইডিডিইএফ-এর সভাপতি



তুরস্কের অলাভজনক ইসলামী সংস্থা
IDDEF-এর সভাপতি মি. মেহমেত তুরান
গত ২৮ নভেম্বর ২০২৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড.
নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তাঁর বাসভবনস্থ
কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এ সময়
IDDEF-এর আওতাধিকার সমন্বয়কারী মি.
সালাহউদ্দিন সিলান তাঁর সঙ্গে ছিলেন।
কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম
চৌমুরী, প্রক্টর অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ,
বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী
অধ্যাপক ড. মুহা. আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ,
প্রকল্পের স্থপতি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও
আইডিডিইএফ-এর কর্মকর্তাগণ এসময়

উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ পুনর্নির্মাণ প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করেন। উল্লেখ্য, নতুন মসজিদ কমপ্লেক্সে শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগসহ সব ধরনের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা থাকবে। এই প্রকল্পের একটি ডিজিটাল জরিপ ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে মসজিদের চূড়ান্ত নকশা প্রণয়নের কাজ চলছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং IDDEF কর্তৃপক্ষের মধ্যে এবিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পর শিগগিরই নির্মাণ কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

শান্তিরক্ষা প্রশিক্ষণ ও গবেষণায় সহযোগিতা বাড়াতে
ঢাবি ও বিপসটের চুক্তি



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস সাপোর্ট অপারেশন ট্রেনিং (বিপসট)-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। গত ৫ নভেম্বর ২০২৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এবং বিপসট-এর ডেপুটি কমান্ড্যান্ট ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ হাফিজ মাহমুদ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাজান্নি বজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সৈয়দুর রহমান, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ, শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন সিদ্দিকী, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ, বিপসটের সিনিয়র ইনস্ট্রাক্টর-১ কর্নেল কাজী নাদির হোসেন, জিএসও-১ (প্রশিক্ষণ) লে. কর্নেল শেখ মো. মুদুদ হোসেন এবং সশস্ত্র দপ্তরের কর্মকর্তারা।

চুক্তি অনুযায়ী, আগামী দশ বছর মেয়াদে উভয় প্রতিষ্ঠান শান্তিরক্ষা কার্যক্রম (Peacekeeping

Operations) সংক্রান্ত গবেষণা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিষয়ে একসঙ্গে কাজ করবে। এই সহযোগিতার মাধ্যমে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের অবদান আরও শক্তিশালী হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

চুক্তির আওতাতে দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও বিশেষজ্ঞদের বিনিময় কর্মসূচি, যৌথ গবেষণা, সেমিনার, কর্মশালা এবং আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে পারস্পরিক সফর আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

সমন্বোতা স্মারক স্বাক্ষরের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, দেশের শীর্ষস্থানীয় একাডেমিক প্রতিষ্ঠান ও শান্তিরক্ষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিপসটের পারস্পরিক এই সহযোগিতা বাংলাদেশের জ্ঞানভিত্তিক শান্তি অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণকে নতুন মাত্রা দেবে। তিনি বলেন, শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন আজকের বৈশ্বিক বাস্তবতায় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র।

টাইমস হায়ারের ইন্টারডিসিপ্লিনারি

(১ম পৃষ্ঠার পরে)

পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের
অধ্যাপক ড. সৈয়দ শাহাযৎ হোসেন,
সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের
অধ্যাপক ড. এম রেজাউল ইসলাম, ইংরেজি
বিভাগের অধ্যাপক ড. সামসাদ মর্জুা,
প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিভাজন
বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. রাকিবুল
ইসলাম, গণিত বিভাগের অধ্যাপক ড. মো.
শরীফ উল্লাহ মজুমদার, পরিসংখ্যান
বিভাগের অধ্যাপক ড. জাফর আহমেদ খান,
রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো.
আহসান হাবীব, অর্গানাইজেশন স্ট্র্যাটেজি
এবং লিডারশীপ বিভাগের চেয়ারম্যান
সহযোগী অধ্যাপক মো. রাশেদুর রহমান,
আইসিটি সেলের কম্পিউটার প্রোগ্রামার মো.
সাদিক সরোয়ার ও ডেপুটি রেজিস্ট্রার রাজিব
মাহমুদ সামিম পারভেজ।
রাস্কায়ের এই সাফল্যের জন্য উপাচার্য
অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান
শিক্ষাবিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট
সকলকে অভিনন্দন জানান।

কিউএস এশিয়া র‍্যাঙ্কিংয়ে

(১ম পৃষ্ঠার পরে)

সৃষ্টিশীল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যার প্রভাব র‍্যাক্ষিয়ে আস্তে আস্তে পড়তে শুরু করেছে। এদিকে র‍্যাক্ষিং কমিটিতে সদস্য হিসেবে আছেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, তথ্য প্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. বি এম মইনুল হোসেন, আইসিটি (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) সেলের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোসাদ্দেক হোসেন কামাল, পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. এম রেজাউল ইসলাম, ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. সামসাদ মর্ত্তজা, প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. রাকিবুল ইসলাম, গণিত বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. শরীফ উল্লাহ মজুমদার, পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক ড. জাফর আহমেদ খান, রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আহসান হাবীব, অগ্যানীয়েজেশন স্ট্রাটেজি এন্ড লিডারশীপ বিভাগের চেয়ারম্যান সহযোগী অধ্যাপক মো. রাশেদুর রহমান, আইসিটি সেলের কম্পিউটার প্রোগ্রামার মো. সাদিক সরোয়ার ও ডেপুটি রেজিস্ট্রার রাজিব মাহমুদ সামিম পারভেজ।

র‍্যাক্ষিয়ের এই সাফল্যের জন্য উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানান। র‍্যাক্ষিং কমিটির আহ্বায়ক প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ এই সাফল্যের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

ঢাবি এবং ওডু মিডল ইস্ট
এর মধ্যে সমঝোতা
স্মারক স্বাক্ষর

শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে সফটওয়্যার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং দুবাই ভিত্তিক আন্তর্জাতিক কোম্পানি ওডু মিডল ইস্ট ডিভলপিস-এলএলসি (Odoou Middle East DWC-LLC) এর মধ্যে গত ২৩ নভেম্বর ২০২৫ একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এবং ওডু মিডল ইস্ট ডিভলপিস-এলএলসি'র হেড অব এডুকেশন মি. কের্ত্তি ফারাহ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

উপাচার্যের সভাকক্ষে আয়োজিত এই সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মাহমুদ ওসমান ইমাম, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. রাকিবুল হক এবং ওডুর বাংলাদেশ সিলভার পার্টনার প্রতিষ্ঠানের বিজনেস কমিউনিকেশন ম্যানেজার মো. আলিমুজ্জামান নয়ন উপস্থিত ছিলেন। সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী, ওডু মিডল ইস্ট ডিভলপিস-এলএলসি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের শিক্ষার্থীদের সফটওয়্যার বিষয়ে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন করবে। এর আগে সকালে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য ওডু বিষয়ে অনলাইনে বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

ফিলিস্তিনের কূটনীতিক



ঢাকাস্থ ফিলিস্তিন দূতাবাসের ডেপুটি হেড অফ মিশন মি. জিয়াদ এম. এইচ. হামাদ গত ২৪ নভেম্বর ২০২৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।

এসময় কোবাখাফ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, শামসুন নাহার হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. নাসরিন সুলতানা এবং ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফিসের পরিচালক অধ্যাপক ড. সৈয়দা রোযানা রশীদ উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিলিস্তিনিদের শিক্ষার্থীদের ভর্তি ও বৃত্তি প্রদানের বিষয়ে মতবিনিময় করেন। কূটনীতিক ফিলিস্তিনি শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান ও টিউশন ফি মওকুফের বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা কামনা করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান এক্ষেত্রে সম্ভাব্য সকল সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান
এক্ষেত্রে সম্ভাব্য সকল সহযোগিতা প্রদানের
আশ্বাস দেন।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন)-এর সঙ্গে ইউরোপিয়ান
ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ



বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রপ্তানুদূত মাইকেল মিলার গত ৩০ অক্টোবর ২০২৫ খ্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাৎকালে তারা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে নতুন প্রযুক্তি, পাঠ্যক্রম উন্নয়ন এবং জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় বিষয়ে শিক্ষা ও গবেষণা সহযোগিতা জোরদার করার সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। তারা ইউরোপীয় ইউনিয়নের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সহশিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণের বিষয়ে আলোচনা করেন।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রপ্তানুদূত মাইকেল মিলার তরুণদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে একাডেমিয়া এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন। এসময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নে সম্ভাব্য সকল সহযোগিতা প্রদানের আগ্রহ প্রকাশ করেন।

খ্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে রপ্তানুদূতকে অবহিত করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক শিক্ষা

ও গবেষণার উন্নয়নে তিনি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সহযোগিতা চান। এসময় ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ডেলিগেশন, বাংলাদেশ এর ফার্স্ট সেক্রেটারি (পলিটিক্যাল) সেবাস্টিয়ান রিগার ব্রাউন এবং প্রেস ও ইনফরমেশন উপদেষ্টা তৌহিদ ফিরোজ উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়ামা হক বিন্দিশার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত তার টিমসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) কার্যালয়ে যান।

এসময় ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিদল জুলাই স্মৃতি সগ্রহহালা পরিদর্শন করেন এবং পরে ডাকসুর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। মতবিনিময়কালে ডাকসুর ভূপি সাদিক কারেম, জিএস এস এম ফরহাদ, এজিএস মো. মহিউদ্দিন খাঁনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এসময় দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নয়ন, তরুণ নেতৃত্বের ভূমিকা এবং ভবিষ্যতে সম্ভাব্য সহযোগিতা বিষয়ে গঠনমূলক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

৪০তম জাতীয় জুডো প্রতিযোগিতায় ঢাবি শিক্ষার্থীর স্বর্ণপদক লাভ



৪০তম জাতীয় জুডো প্রতিযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী অবনিকা হাসান স্বর্ণপদক লাভ করেছে। শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের শিক্ষার্থী অবনিকা হাসান প্রতিযোগিতায় ৭৮ কিলো ওজন শ্রেণিতে স্বর্ণপদক লাভ করে। গত ৭ ও ৮ ডিসেম্বর ২০২৫ মিশপুরের শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ মোট ১৪টি দল অংশ নেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জুডো টিমের ১জন ছাত্র ও ২জন ছাত্রী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় জুডো ও कराতে কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. উপমা কবির দলের ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের উপ পরিচালক নয়না চৌধুরী দলটির প্রশিক্ষক ছিলেন।

সার্চ কমিটির প্রতিবেদন পেশ

(১ম পৃষ্ঠার পরে)

সারাসরি আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়। প্রত্যেক শিক্ষকের ই-মেইলে এসংক্রান্ত নোটিশ প্রেরণ করা হয়। এছাড়া, সার্চ কমিটি অনুযায়ণ সভার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ডিনের কাছ থেকে প্রতিটি সেন্টারের জন্য এ জন কার্যে শিক্ষকের নামের তালিকা আহ্বান করে। সার্চ কমিটির সদস্যগণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক নিয়োগের জন্য দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক অনুসন্ধান করেন। এসব প্রক্রিয়া শেষে প্রাপ্ত তালিকার কাছ থেকে প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ইত্যাদির ভিত্তিতে সার্চ কমিটি প্রতিটি কেন্দ্রের পরিচালক নিয়োগের জন্য ওজন করে শিক্ষকের নাম সুপারিশ করে পৃথক প্যানেল উপস্থাপন করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান জ্ঞান, প্রজ্ঞা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক নিয়োগের জন্য ওজন শিক্ষকের নাম সম্বলিত পৃথক পৃথক প্যানেল উপস্থাপন করায় সার্চ কমিটিকে বন্যাবাদ জানান। তিনি বলেন, এটি প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এসব প্যানেল প্রস্তুত করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কেন্দ্রগুলোকে আধুনিকায়ন ও গতিশীল করার ক্ষেত্রে এটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার উৎকর্ষ সাধনে চলমান সংস্কার প্রক্রিয়ায় এই উদ্যোগ একটি উদাহরণ সৃষ্টি করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ দোয়া মাহফিল



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উদ্যোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আশু রোগমুক্তির জন্য গত ৩০ নভেম্বর ২০২৫ বাদ জোহর নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মসজিদে এক বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, প্রক্টর অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দীন আহমেদসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

দোয়া মাহফিলে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, আমরা সবাই অবগত যে শ্রদ্ধেয় বেগম খালেদা জিয়া বর্তমানে গুরুতর শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছেন। তাঁর এই অবস্থায় আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। সমাজ ও দেশের প্রতি তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে—এটি দীর্ঘ-মত নির্বিশেষে সকলেই স্বীকার করেন। এমনকি আমরা যাঁরা সরাসরি

রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নই, তারাও তাঁকে সম্মান করি। আজকের এই দোয়া মাহফিলে বিপুল মানুষের উপস্থিতি তাঁর প্রতি মানুষের ভালোবাসারই প্রতিফলন। উপাচার্য আরও বলেন, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অসুস্থ মানুষের খোঁজখবর নেওয়া, তাঁদের জন্য দোয়া করা এবং তাদের মনোবল বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। আমরা আজ সেই মহান উদ্দেশ্যেই একত্রিত হয়েছি। খুব অল্প সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আস্থানে সাড়া দিয়ে উপস্থিত হওয়ায় আমি আপনাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই। তিনি বলেন, আমরা আন্তরিকভাবে দোয়া করি শ্রদ্ধেয় বেগম খালেদা জিয়া দ্রুত সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠুন এবং জনগণের কল্যাণে তাঁর ভূমিকা পালনে পুনরায় সক্ষম হন। আল্লাহ তা’আলা তাঁকে সুস্থতা, শক্তি ও ধৈর্য দান করুন।

দোয়া মাহফিল শেষে দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহের শান্তি, সমৃদ্ধি এবং সকল অসুস্থ মানুষের সুস্থতা কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের ১৮ জন শিক্ষার্থীকে গবেষণা অনুদান ও বৃত্তি প্রদান



বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের ১৮জন ছাত্র-ছাত্রীকে ৫ লাখ ৮০ হাজার টাকার গবেষণা অনুদান ও বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায় বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগ গত ১১ নভেম্বর ২০২৫ বিভাগীয় মিলনায়তনে এই বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ছাত্র- ছাত্রীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন। ২ জন পিএইচ.ডি গবেষক, ১ জন এম.ফিল গবেষক, ২ জন এম.এ রিসার্চ মনোগ্রাফ এবং ১৩ জন শিক্ষার্থীকে ‘সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাঞ্জারী স্মৃতি বৃত্তি এবং সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাঞ্জারী গবেষণা বৃত্তি’ প্রদান করা হয়। বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড.

মো. আবু সায়েমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. শাহ কাওসার মুস্তাফা আবুলউল্লাহী এবং দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ম্যানেজিং ট্রাস্টি শাহজাদা সৈয়দ ইরফানুল হক বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। গবেষণা অনুদান ও বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন— মো. রবিউল হোসেন, মেজবাহ উল আলম, মুহাম্মদ আলী আজগর, তাসমিয়া হোসেন, মেহজাবিন আহমেদ, বিপুল পাল, মোছা. মিশকাত জাহান সৃষ্টি, কুমারী পূজা কর্মকার, মোছা. তাছলিমা হক, রুমি পারভীন, নূর নাহার খাতুন, ওবায়দুল্লাহ, মোছা. শারমিন সুলতানা সিমা, হাফসা বিনতে হেলাল, মো. ফারুক মিয়া, মো. অনিক মিয়া, সীমা রানী মাহতো এবং আসমা সুলতানা লিজা।

শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে প্রায় ১ কোটি টাকার ট্রাস্ট ফান্ড

স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউট এবং রসায়ন বিভাগের শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে প্রায় ১ কোটি টাকার পৃথক দু’টি নতুন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে। ‘নূরুন নাহার স্মৃতি ট্রাস্ট ফান্ড’ এবং ‘কে. এম. এ. মালিক ট্রাস্ট ফান্ড’ শীর্ষক ট্রাস্ট ফান্ডের চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ট্রাস্ট ফান্ডের চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. শামসুদ্দিন আহমদ প্রয়াত জ্বী নূরুন নাহারের স্মৃতি রক্ষার্থে ৮৯ লাখ টাকার একটি চেক গত ২৩ নভেম্বর ২০২৫ কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর কাছে হস্তান্তর করেন। এছাড়া, ‘কে. এম. এ. মালিক ট্রাস্ট ফান্ড’ গঠনের লক্ষ্যে পরিবারের পক্ষে ১০ লাখ টাকার একটি চেক কোষাধ্যক্ষের কাছে হস্তান্তর করেন রসায়ন বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইউসুফ আলী মোল্লা। অনুষ্ঠানে আসেফা হক মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ডের মূলধন

বৃদ্ধির লক্ষ্যে রসায়ন বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইউসুফ আলী মোল্লা পরিবারের পক্ষে ৩ লাখ টাকার পৃথক একটি চেক হস্তান্তর করেন। উপাচার্যের সভাকক্ষে আয়োজিত চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে রসায়ন বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. ফরিদা বেগম, অধ্যাপক ড. মো. আবু বিন হাসান সুসান ও স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ইসরাত জাহান কাকলী উপস্থিত ছিলেন। নূরুন নাহার স্মৃতি ট্রাস্ট ফান্ড-এর আয় থেকে প্রতিবছর কলা অনুষদভুক্ত প্রত্যেক বিভাগের এম.এ. শ্রেণিতে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের মধ্যে বি.এ. (সম্মান) পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ অর্জনকারী ছাত্রীকে মাসিক ৪ হাজার টাকা হারে বছরে মোট ৪৮ হাজার টাকা বৃত্তি প্রদান করা হবে। কে. এম. এ. মালিক ট্রাস্ট ফান্ড-এর আয় থেকে রসায়ন বিভাগের স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষায় সর্বোচ্চ ও দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সিজিপিএ অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করা হবে। আসেফা হক মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ড-এর আয় থেকেও শিক্ষার্থীদের নিয়মিত বৃত্তি প্রদান করা হবে।

অমর একুশে হলের প্রভোস্ট অ্যাওয়ার্ড প্রদান

অমর একুশে হলের ১৩জন শিক্ষার্থীকে প্রভোস্ট অ্যাওয়ার্ড এবং ৩৮ জনকে হল ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ২০২২ ও ২০২৩ সালের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফলের জন্য ৮জন, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক এবং সহশিক্ষা কার্যক্রমের পারদর্শিতার জন্য ৩জন এবং সামাজিক ও সেবামূলক কর্মকাণ্ডে বিশেষ অবদানের জন্য ২জন শিক্ষার্থীকে প্রভোস্ট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। এছাড়া, ৩৮জন ছাত্রকে হল ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি প্রদান করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গত ১৭ নভেম্বর ২০২৫ হল মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ছাত্রদের হাতে অ্যাওয়ার্ড ও বৃত্তির চেক তুলে দেন। কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অমর একুশে হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. ইসতিয়াক এম সৈয়দ, প্রাক্তন প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. আনোয়ারুল ইসলাম এবং ডাকসু’র ভিপি মো. আবু সাদিক (সাদিক কায়েম) বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সহকারী আবাসিক শিক্ষক ড. মো. ইসমাইল হোসেন অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

প্রভোস্ট অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন, ইয়াসিন সাজিদ (সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং), খালিদ হাসান রাজ (প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান), মুহাইমিনুর হোসেন (জিন প্রকৌশল ও জীবপ্রযুক্তি), মোহাম্মদ ইয়াসিন রহমান (জিন প্রকৌশল ও জীবপ্রযুক্তি), মো. তানবীর হাসান শিশির (উদ্ভিদবিজ্ঞান), মো. সিয়াম (সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং), আল-আশিকুর রহমান আলিফ (ফার্মেসী), সাইয়েদ তানবীর হাসান জাহিন (প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান), পিয়াস মাহমুদ (সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং), মো. নাদিম ইসলাম (প্রাণিবিদ্যা), আহমদ আওয়াল দীপন (উদ্ভিদবিজ্ঞান) এবং রাগিব মুত্তাকি (জিন প্রকৌশল ও জীবপ্রযুক্তি)।

অমর একুশে হল ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন, হাসানুর রহমান (গণিত), মো. সাকিবুল ইসলাম (পরিসংখ্যান), রাফিদ ইজতেহাদ (পদার্থ বিজ্ঞান), ওমর ফারুক (ভূতত্ত্ব), আবরার হামিম (ডিজাস্টার সায়েন্স), মো. আবীর হাসান (প্রাণিবিদ্যা), মো. রাউফুর রহিম রিফাত (ফার্মেসী), মো. রকি সোনার (উদ্ভিদবিজ্ঞান), মো. মনির হোসেন (ফলিত গণিত) জি. এইচ. ইমাম উদ্দিন আহমদ (মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ), সাফিউল ইসলাম সাফি (প্রাণ রসায়ন), মো. ইকরাম হোসাইন (ফলিত রসায়ন), মো. আরিফুর রহমান (অণুজীব বিজ্ঞান), সালিম সাদমান সাদাত (মৎস্যবিজ্ঞান), এস. এম. ইয়াসিন সৌরভ (ফার্মেসী), মো. নাছিম উদ্দিন (গণিত), মো. জুবায়ের হোসাইন (পরিসংখ্যান), রাফিদ ইজতেহাদ (পদার্থ বিজ্ঞান), মো. মাসুম রানা (ফলিত রসায়ন), মো. রফিকুল ইসলাম (প্রাণিবিদ্যা) এবং সাইয়েদ আসিফ আল গালিব (মৎস্যবিজ্ঞান)। এর আগে, উপাচার্য ‘নভেনীল’ শীর্ষক হলের ছাদ ফুটবল মাঠ (Rooftop Futsal Ground) উদ্বোধন করেন।

চারুকলা ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষে চারুকলা ইউনিটের আভারথ্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তি পরীক্ষা (সাধারণ জ্ঞান ও অঙ্কন) গত ২৯ নভেম্বর ২০২৫ সূষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভর্তি পরীক্ষায় মোট ১৩০টি আসনের বিপরীতে ৬ হাজার ৫২১জন ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান চারুকলা অনুষদ পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এসময় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়ামা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এবং চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আজহারুল ইসলাম শেখ উপস্থিত ছিলেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অত্যন্ত সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও সুসৃজল পরিবেশে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি শিক্ষার্থীদের সফলতা কামনা করেন।



ভাস্কর্য বিভাগের সত্তাহব্যাপী ‘বার্ষিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনী’ গত ২ নভেম্বর ২০২৫ চারুকলা অনুষদের জয়নুল গ্যালারিতে উদ্বোধন করা হয়েছে। কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী অনুষদের ওসমান জামাল মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। পরে তিনি সেরা শিল্পকর্মের জন্য ৬জন শিল্পীকে সনদ ও পুরস্কার প্রদান করেন।

১ম বর্ষ আভারথ্যাজুয়েট প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের পরিচিতি সভা

বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষের ১ম বর্ষ ‘আভারথ্যাজুয়েট প্রোগ্রামের’ শিক্ষার্থীদের পরিচিতি সভা সম্প্রতি ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়।

পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ

পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের ১৯তম ব্যাচের নবীন বরণ ও ১৪তম ব্যাচের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান গত ১১ নভেম্বর ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিভাগের চেয়ারম্যান ড. শাট্টু বড়ুয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কিশোরগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. সুমন কান্তি বড়ুয়া, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ এবং বৌদ্ধধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি ও পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন লায়ন আদর্শ কুমার বড়ুয়া।

আরবী বিভাগ

আরবী বিভাগের ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষের ১ম বর্ষ আভারথ্যাজুয়েট প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের বরণ এবং মাস্টার্সের শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান গত ১২ নভেম্বর ২০২৫ আরসি মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে আরবী বিভাগ থেকে নির্বাচিত ২৩ জন ছাত্র প্রতিনিধিকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এছাড়া, কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করায় ‘এজেএম কুতুবুল ইসলাম নোমানী বৃত্তি ফান্ড’ এবং ‘খন্দকার মো. হাবিবুল্লাহ বৃত্তি ফান্ড’ থেকে বিভাগের ৩৪ জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়।

ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ

ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষের ১ম বর্ষ আভারথ্যাজুয়েট প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ ও ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষের এমএ শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা গত ৩ নভেম্বর ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়ামা হক বিদিশা অনুষ্ঠানে



মৃৎশিল্প বিভাগের বার্ষিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনী গত ১১ নভেম্বর ২০২৫ চারুকলা অনুষদের জয়নুল গ্যালারিতে উদ্বোধন করা হয়েছে। কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী অনুষদের ওসমান জামাল মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. মনিরা বেগামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক মোহাম্মদ ইনজামাম স্বাগত বক্তব্য দেন। সঞ্চালন করেন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মার্শরুর ইমতিয়াজ।

ফার্মেসী বিভাগ

ফার্মেসী বিভাগের ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষের ১ম বর্ষ আভারথ্যাজুয়েট প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের বরণ অনুষ্ঠান গত ৫ নভেম্বর ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. জাকির আহমেদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়ামা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, ফার্মেসী অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. সেলিম রেজা, ওষুধ প্রযুক্তি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম এবং ক্লিনিক্যাল ফার্মেসী ও ফার্মাকোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. শেখ জহির রায়হান বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আসলাম হোসেন স্বাগত বক্তব্য দেন।

মনোবিজ্ঞান বিভাগ

মনোবিজ্ঞান বিভাগের ৫৯তম ও ৬০তম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ এবং ৫৪তম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান গত ১৭ নভেম্বর ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়। মনোবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ কে এম রেজাউল করিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. এনামুল হক উপস্থিত ছিলেন।

পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউট পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের ৩১তম ব্যাচের নবীন বরণ ও ২৬তম ব্যাচের বিশায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান গত ২ নভেম্বর ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. তামান্না হাওলাদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. জাহিদা গুলশান স্বাগত বক্তব্য দেন।

সম্পাদক: মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: ফররুখ মাহমুদ, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম তাসমিন ও মো. আবু বকর সিদ্দিক

ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও নাসির আহমেদ তুষার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে মুদ্রিত। ফোন: ৫৫১৬৭৭১৯, ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৫৫২৩২২১৩৮